রঙবেরঙের গল্প

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

হুটকো রাজা বনাম পেটুক রাজা	□	৭
এক বউ, বুড়ি ও কুমির	□	২০
বকদিদির ডিম চুরি	□	২৮
বোকা বলাইয়ের কাণ্ড	□	৩৮
আজব দাওয়াই	□	৪৪
শেষ পর্যন্ত	□	৬০
পুতুল পরী	□	৬৭

হুটকো রাজা বনাম পেটুক রাজা

'মন্ত্রী, আরে এই মন্ত্রী, বলি সকালবেলা জলখাবার কী খাওয়াচ্ছ শুনি?' মাঝরাত্রে ঘুম থেকে উঠে রাজামশাই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন।

মন্ত্রী পাশের ঘর থেকে রাজামশাইয়ের চিৎকার শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে বললেন, 'চুপ করুন রাজামশাই, চুপ করুন। অমন চেঁচাবেন না।'

'কেন চেঁচাব না কেন শুনি?' রাজামশাই ফের হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

'এতবড় দেশের রাজা মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে খাই খাই করছেন শুনলে প্রজারা সব বলবে কী?'

'একদম বাজে বকবে না।' রাজামশাই চিৎকার করে বললেন, 'যা বলছি তার উত্তর দাও। তা না হলে গাট্টা মেরে তোমার মাথা ফুটো করে দেব।'

রাজামশাই খেপে গেছেন বুঝে মন্ত্রী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাজার হোক রাজামশাই বলে কথা। কে জানে হঠাৎ রেগে গিয়ে যদি শেষে গর্দান নেবার হুকুম দেন!

রাজামশাই মন্ত্রীকে অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দারুণ রেগে উঠে বললেন, 'কী হল, অমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বলি যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তরটা দেবে, নাকি আমায় মন্ত্রী পাল্টানোর কথা চিন্তা করতে হবে?'

চাকরি খতমের হুমকি দিতেই মন্ত্রীমশাই চমকে উঠে বললেন, 'আজ্ঞে জলখাবার মানে ওই ব্রেকফাস্ট তো? সে তো আমি কাল রাত থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।'

'তাহলে সেটা এবার বলে ফেললেই তো পারো।' রাজামশাই মন্ত্রীকে ভেংচালেন।

'আজ্ঞে গরম লুচি, বেগুন ভাজা, আলুরদম, নলেন গুড়ের সন্দেশ, রাবড়ি আর...'

'আঃ, ফের সেই নলেন গুড়ের সন্দেশ। তোমাকে না কতবার বলেছি, এইসব সন্দেশ-ফন্দেশ খেতে খেতে আমার জিবে কড়া পড়ে গেছে।'

'আজ্ঞে...তা হলে...মানে...।' মন্ত্রী এবার ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলেন।

'সত্যি, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। স্রেফ আমার খাওয়া-দাওয়া তদারক করার জন্যে এত টাকা খরচা করে তোমায় পুষছি, অথচ তুমি কিনা ব্রেকফাস্টের একটা মেনুই ঠিক করতে পারছ না। এই কদিন আগে দেশ-বিদেশ থেকে যে এতগুলি নতুন রাঁধুনিকে ধরে আনা হল, তারাই বা সব কী করছে? তাদের দিয়েও কী কিছু নতুন খাবারদাবার বানাতে পারছ না? চিন, জাপান, গোয়া, ওড়িশ্যা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ থেকে যে-সব নতুন রাঁধুনিরা এল তারা কী সব বসে বসে মাইনে খাচ্ছে?'

রাজামশাইয়ের কড়া ধমক খেয়ে মন্ত্রী এবার আকাশ পাতাল হাতড়াতে লাগলেন। হাঁক পাঁক করে ভাবতে লাগলেন ব্রেকফাস্টের ঠিক কী রকম মেনু শুনলে রাজামশাই খুশি হবেন। এ তো আর যে সে রাজা নন। খাই-খাই স্বভাবের জন্যে প্রজারা ওকে আড়ালে ডাকেন পেটকু রাজা বলে। দিন রাতই ওনার শুধু ওই খাওয়ার চিন্তা। রাজ-রাজত্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দান-খয়রাত, মায় মৃগয়া-মহোৎসব, উনি কিছুই বোঝেন না। সারাদিনই শুধু এটা খাব আর ওটা খাব করছেন। আর সেই চিন্তাতেই মাঝে মাঝে উনি সেনাপতিকে ডেকে হুকুম করেন, 'যেখান থেকে পার ভাল ভাল রাঁধুনিদের বন্দি করে আনো।'

এ রাজ্যের সৈন্যদের এখন ওই একটাই কাজ। ভিন রাজ্য থেকে রাঁধুনিদের পাকড়াও করে আনা আর লক্ষ্য রাখা তারা পালিয়ে না যায়।

'মনে পড়েছে রাজামশাই, মনে পড়েছে।' মন্ত্রী হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন।

'কী মনে পড়েছে?'

'আজ্ঞে, আপনার ব্রেকফাস্টের মেনু।'

'শুনি তোমার নতুন মেনুটা কেমন?' রাজামশাই এগিয়ে বসলেন।

'আজ্ঞে কড়াইশুঁটির কচুরি, মশল্লামটর, ভেটকি মাছের ফ্রাই, ছানার মুড়কি, নতুন গুড়ের পায়েস আর স্পঞ্জের অরেঞ্জ।'

'বাঃ, বাঃ এই না হলে ব্রেকফাস্ট। তাই তো বলি, এমন মন্ত্রী না থাকলে আমি কবেই মরে যেতুম।' রাজা মন্ত্রীর উপর খুব খুশি হয়ে বললেন, 'তা কটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট খাওয়াচ্ছ শুনি?'

'আজ্ঞে এখন তো রাত তিনটে। ভোর ছটা সাতটা নাগাদ দিয়ে দেব।'

'বেশ, বেশ। আমি তাহলে আর একটু ঘুমিয়ে নিই কী বল?'

'সেই ভাল। আপনি বরং আর একটু ঘুমিয়েই নিন। মন্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

রাজামশাই শুতে না শুতেই ফের চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে এই মন্ত্রী...'

মন্ত্রীকে দৌড়ে ফিরে আসতে দেখে বললেন, 'শোন মন্ত্রী, শোন।'

মন্ত্রী কাছে এসে দাঁড়াতেই রাজা বললেন, 'ওই পায়েসটা তৈরি করার সময় একটু নজর রেখ। পেস্তা, বাদাম আর কাজুটা যেন একটু বেশি করে দেওয়া হয় কেমন!'

মন্ত্রী গদগদ হয়ে বললেন, 'সে আর বলতে।'

ব্রেকফাস্ট সেরে রাজামশাই রোজ চাঁপার বনে পায়চারি করেন যাতে ভারি ব্রেকফাস্টটা হজম হয়ে গিয়ে লাঞ্চের সময় খিদেটা বেশ চনমনে হয়।

চাঁপার বনে পায়চারি করতে করতে মন্ত্রী হঠাৎ বললেন, 'রাজামশাই এটা কী ঠিক হচ্ছে?'

'কী ঠিক হচ্ছে না শুনি?'

'বলছি, মানে আপনার এই দিনরাত খাই-খাই করাটা কী ঠিক হচ্ছে?'

'তাতে তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে শুনি?'

'আজ্ঞে অসুবিধার কোন কথা নয়, তবে মাঝে মাঝে ভাবলে বড় ভয় হয়।'

'ভয়? কিসের ভয় শুনি?' রাজা ঘুরে দাঁড়ালেন।

'হঠাৎ যদি হুটকো রাজা আমাদের রাজ্যটা আক্রমণ করে বসেন? হঠাৎ যদি তার আমাদের রাজ্যটা জয় করার ইচ্ছে হয়?'

'হুটকো রাজা! সে আবার কে?'

'আজ্ঞে শ্রী শ্রী ১০৮ হুকুমচাঁদ লুটেরার কথা বলছি।'

'ও তাই বলো, হুকুমচাঁদ। তা ওর নাম হুটকো হল কবে থেকে?'

'আজ্ঞে, ওর ওই স্বভাবের জন্যে প্রজারা ওকে এই নামেই ডাকে।'

'কোন স্বভাবের জন্যে?'

'ওই যে, ওনার হঠাৎ এর ওর রাজ্য আক্রমণ করে বসার স্বভাব। ওর লোভের আর শেষ নেই!'

'যা বলেছো। বেটার সত্যিই যেন লোভের কোন শেষ নেই। দিনরাত খালি যুদ্ধ আর যুদ্ধ। সারাটা জীবন ও শুধু যুদ্ধ করেই কাটাল। তবে আমার রাজ্য ও কোনদিনই আক্রমণ করবে না।'

'কেন আক্রমণ করবে না শুনি?'

'কী আছে আমার রাজ্য যে আক্রমণ করবে? এই তো ক'ঘর প্রজা, দুচারটে পুকুর, সামান্য ধানজমি—এই নিতে আবার কেউ যুদ্ধ করতে আসে?'

'কেউ আসুক না আসুক হুটকো বেটা কিন্তু আসতেই পারে। ও এরকম কত ছোট ছোট রাজ্য আক্রমণ করছে। তাছাড়া...।'

'কী তাছাড়া?'

'তাছাড়া আক্রমণ করার মতো আর কোন রাজ্যই ওর বাকি নেই। আশেপাশের সব রাজ্যই ওর জয় করা হয়ে গেছে।' মন্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'এ্যাঁ, তাই নাকি?

'তবে আর বলছি কী? আমি কী শুধু শুধু চিন্তা করি? এদিকে আমাদের

সৈন্য সামন্তরা যুদ্ধ একদম ভুলে গেছে। আপনার দেখাদেখি তারাও এখন সব দিনরাত শুধু খাচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে। দিনরাত খেয়ে তাদের এক একটা যা চেহারা হয়েছে তা নিজে চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাসই করবেন না।'

'তাই নাকি?'

'তবে আর শুনছেন কী রাজামশাই। আপনার সেনাপতির পেট জুড়ে বিশাল ধামার মতো একটা ভুঁড়ি গজিয়েছে।'

'বলো কী মন্ত্রী?'

'আজ্ঞে হাঁ রাজামশাই। যুদ্ধ তো দূরের কথা তারা এখন সব ঘাড়ে বন্দুকই তুলতে পারে না।'

'দুস, ও সব বাজে কথা ভেবে শুধু শুধু মন খারাপ করার কোন মানেই হয় না। যদি সে সত্যিই কখনো আসে তো তখন ভাবা যাবে।' রাজা বললেন, 'তার চেয়ে বরং তোমাকে যা বলছি সেদিকটা ভাল করে খেয়াল রেখো!'

'আজ্ঞে সেদিকে আমার খুব ভালই নজর আছে। আপনি একদিন রাজ্যটা ঘুরে এলে দেখতে পাবেন আপনার প্রজাদের কারোরই আর কোন দুঃখ নেই। তারা সবাই এখন শুধু বসে বসে খাচ্ছে আর ঘুমাচ্ছে।'

'হ্যাঁ সব সময় লক্ষ রাখবে, প্রজাদের কারোর কোথাও যেন খাবারদাবারের অভাব না হয়। যাকগে, এবার বাজে কথা বন্ধ করে বলো আজকে লাঞ্চে কী খাওয়াচ্ছো?'

রাজা লাঞ্চের মেনুটা শুনতে শুনতে হঠাৎ এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাবাস, এই না হলে লাঞ্চ। চলো স্নানটান সেরে দুপুরের খাওয়াটা তাহলে সেরেই ফেলি।'

একটু পরেই রাজা ভোজনকক্ষে গিয়ে খেতে বসলেন। মন্ত্রী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তদারক করতে লাগলেন, রাজার পাতে সব ঠিক ঠিক পড়ছে কিনা। রাঁধুনিরা সব দুধারে লাইন করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন কোন খাবারটা খেয়ে রাজার কতটা তৃপ্তি হচ্ছে। রাজার ভাতের থালা ঘিরে পড়েছে প্রায় শ'দেড়েক বাটি। প্রচুর রান্না হচ্ছে। ঘিভাত, বেগুন, আলু,